প্রতীকী ভাষা: ইশারা ও ইঙ্গিত

মানবসভ্যতার বিকাশে ভাষার ভূমিকা অপরিসীম। আদিমকালে মানুষ যখন গুহাবাসী, বন্য ও অসভ্য ছিল, তখনো মানুষ নিজেদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান করত। তখন ভাব-বিনিময়ের মাধ্যম ছিল ইশারা-ইঙ্গিত-অঙ্গাভঙ্গি ইত্যাদি। এগুলো ভাষা বিকাশের প্রাথমিক রূপ হিসেবে বিবেচ্য। বস্তুত আদিকালে মানুষ পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ের জন্য যেসব মাধ্যম ব্যবহার করত সেগুলো হলো: (ক) ইশারা-ইঙ্গিত, (খ) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহার, (গ) নাচ, (ঘ) চিত্র ইত্যাদি।[৩]

নিচে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হলো:

যে কৌশলের মাধ্যমে মৌলিক বা লৈখিক কৌশল ছাড়া সার্থক যোগাযোগ সম্পন্ন করা হয়, তাকে অভাষিক যোগাযোগ বলা হয়। অভাষিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে মুখভঙ্গি ও শারীরিক অঙ্গাভঙ্গি, হাত ও চোখের ইশারা, ইঙ্গিত, কোনো চিহ্ন, হাতের স্পর্শ, ছবি ও সংকেত ইত্যাদি কৌশল ব্যবহার হয়।

ইশারা-ইঙ্গিত

মুখে কথা না বলে অনেক সময় আমরা চোখ বা হাতের ইশারায় একে অন্যকে ডাকি। আবার কখনো চোখ বড়ো বড়ো করে অন্যকে শাসন করি বা কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে সচেতন করি। এরকম ইশারা-ইঙ্গিত অভাষিক যোগাযোগের একটি পদ্ধতি।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহার

ইশারা-ইঙ্গিত ছাড়াও অনেক সময় আমরা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করেও নির্দিষ্ট বিষয়কে বোঝাই। এভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করে আমরা একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করি। যেমন– ট্রাফিক সিগন্যালে পুলিশের হাত তুলে গাড়ি থামানো।

---

৩. প্রফেসর ড. অনিরুদ্ধ কাহালি, বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি, সপ্তম শ্রেণি, ২০১৮, পৃ. ১

নৃত্য বা নাচ

নাচ একটি কলা মাধ্যম। এর মাধ্যমে বিভিন্ন ঘটনাবলি, গানের বিষয়বস্তু, নানারকম অনুভূতি শৈল্পিকভাবে মানুষের কাছে তুলে ধরা হয়। অর্থাৎ নাচের একটি নির্দিষ্ট ভাষা রয়েছে, যা শিল্পীর অঙ্গাভঙ্গি বা মুদ্রার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। এ কারণে এটিও অভাষিক যোগাযোগের একটি মাধ্যম।

ছবি আঁকা

অনেক সময় চিত্রশিল্পীরা ছবি এঁকে মনের ভাব তুলে ধরেন। এই ছবির মাধ্যমে চিত্রশিল্পীর মনের ভাব অন্যরা বুঝতে পারে। তাই এটি অভাষিক যোগাযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

মূকাভিনয়

আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অনেক সময় মূকাভিনয় দেখি। সেখানে অভিনেতা কথা না বলে অভিনয়ের মাধ্যমে কৌশলে তার মনের ভাব দর্শকদের বুঝিয়ে দেন। দর্শক সেই অভাষিক সংকেত দেখে বিষয়বস্তু বুঝতে পারেন। এ কারণে মূকাভিনয় অভাষিক যোগাযোগের একটি মাধ্যম।

ডিজিটাল যোগাযোগ মাধ্যম

প্রযুক্তির কল্যাণে এখন আমরা ঘরে বসেই যোগাযোগের জন্য বিভিন্ন ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করি। মোবাইল ফোন, কম্পিউটার এ সকল ডিভাইসের মধ্যে অন্যতম। এগুলোর মাধ্যমে আমরা ইন্টারনেট বা বিভিন্ন মোবাইল অপারেটর কোম্পানির সহায়তায় সরাসরি সংস্পর্শে না এসেও একে অন্যের সাথে কথা বলা, ম্যাসেজ বা ভিডিও আদান-প্রদান করতে পারি। এছাড়াও আজকাল ইন্টারনেটের মাধ্যমে ব্যবহৃত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমও বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেছে। এসকল মাধ্যমে সামাজিক যোগাযোগের পাশাপাশি নির্দিষ্ট বিষয়ে ব্যক্তিগত অনুভূতি বা মতামতও প্রকাশ করা যায়। ফেসবুক, টুইটার, ট্যাংগো তেমনই কিছু জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। তাছাড়া ইন্টারনেটে ইমেইল, মেসেঞ্জার, হোয়াটস অ্যাপ, ইমো, ভাইবার প্রভৃতি মাধ্যমেও একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়। এর বাইরে ডিজিটাল যোগাযোগ মাধ্যমে অভাষিক যোগাযোগও করা যায়। যেমন– বিভিন্ন ইমোজি, স্টিকার, গিফি ব্যবহার করে আমরা মনের ভাব প্রকাশ করি। এগুলো মূলত অভাষিক যোগাযোগেরই উদাহরণ।

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের যোগাযোগ মাধ্যম

ব্রেইল: ব্রেইল পদ্ধতি হলো লেখার মাধ্যমে যোগাযোগের একটি বিশেষ পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে বক্তব্য বিষয় বিশেষ ব্যবস্থায় লেখা থাকে। এটি মূলত দৃষ্টি-প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্যই ব্যবহৃত হয়। দৃষ্টি-প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা হাতের মাধ্যমে কাগজের লেখা অনুভব করে পড়তে পারেন। এর মাধ্যমে তারা লৈখিক যোগাযোগ করতে পারেন এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন।

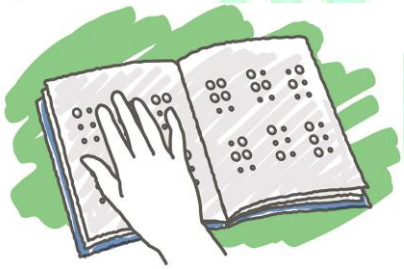

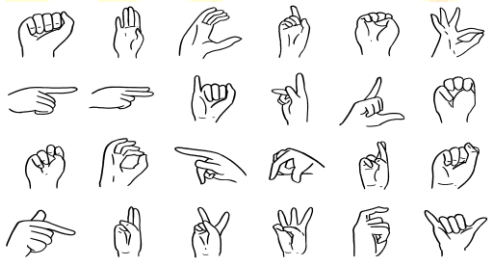

ইশারা বা সাংকেতিক ভাষা

বাক্‌প্রতিবন্ধী মানুষের যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হলো ইশারা বা সাংকেতিক ভাষা। এ পদ্ধতিতে তারা হাত ও মুখভঙ্গির মাধ্যমে বিভিন্ন সংকেত বা ইশারা তৈরি করে মনের ভাব প্রকাশ করেন।

অনেক ভাষাবিজ্ঞানীর মতে, মানুষের মৌখিক ভাষার উদবের আগে ইশারা ভাষার প্রচলন ছিল। প্রতীকী ভাষা বা ইশারা ভাষা এমন এক ধরনের যোগাযোগ পদ্ধতি, যেখানে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ– বিশেষত হাত ও বাহুর নড়াচড়া ব্যবহার করা হয়। সাধারণত, যখন মৌখিক ভাষায় যোগাযোগ সম্ভব হয় না বা অনুপযুক্ত হয়, তখন এই ভাষা ব্যবহৃত হয়।

ইশারা ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এতে হাত ও আঙুলের সূক্ষ্ম গতিবিধি এবং মুখাবয়বের অভিব্যক্তির সংমিশ্রণ ঘটে। শ্রবণ ও বাকপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সাধারণত নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের জন্য এই ভাষা ব্যবহার করে থাকেন। তাছাড়া, মূকাভিনয় ও নৃত্যের মাধ্যমে অনেক সময় ভাব প্রকাশ করা হয়, যা অনেকের কাছে সহজেই বোধগম্য হয়।

তবে ভাষাবিজ্ঞানীদের মতে, প্রতীকী ইশারা ভাষা প্রকৃত ভাষা নয়, কারণ এটি মৌখিক ভাষার মতো সংগঠিত ব্যাকরণ ও শব্দতত্ত্ব দ্বারা গঠিত নয়। প্রকৃত ভাষা হতে হলে তাকে ধ্বনি বা লিখিত রূপে প্রকাশিত হতে হয় এবং তা মানুষের সৃজনশীল প্রকাশের সক্ষমতা বহন করতে হয়।